সংবাদ

তারিখ ... 17-SEP-2013 ...
পৃ: ১৬ কলাম ৮ ....

ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস আজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনের প্রতীক ঐতিহাসিক 'শিক্ষা দিবস' আজ। তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচার আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেয়া শরীফ কমিশনের অগণতান্ত্রিক ও শিক্ষার্থী স্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের আন্দোলনের ৫১তম বার্ষিকী আজ। ছাত্র-জনতার শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

শিক্ষা : দিবস

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপক গণআন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত এ দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করবে আজ। শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করবে বিভিন্ন সংগঠন।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আলোচনার আয়োজন করেছে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন, শিক্ষায় অর্থায়ন, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকের অধিকার এবং জাতীয় বাজেটে ন্যায্যপরায়ণতা নিয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ, জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী নেতারা। সভায় সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রীর উদ্যোগে সকাল ৯টায় হাইকোর্ট মোড়ে অবস্থিত শিক্ষা আন্দোলন স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্প নিবেদন এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক আইয়ুব খান তৎকালীন শিক্ষা সচিব এসএম শরিফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ওই কমিশন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব সরকার এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই তথাকথিত শিক্ষানীতিতে যেসব বিষয় সুপারিশ করা হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে- শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যের মতো শুধু উচ্চবিত্তের সন্তানদের স্বার্থে উচ্চশিক্ষাকে সীমিত করা এবং সাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ একেবারেই সংকুচিত করে ফেলা। শিক্ষা ব্যয়কে পুঁজি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা, শিক্ষার্থীদের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া, যে অভিভাবক বেশি বিনিয়োগ করবেন তিনি বেশি লাভবান হবেন, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে উল্লেখ করা, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা, সাম্প্রদায়িকতাকে কৌশলে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা, ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা ইত্যাদি।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর প্রতিভূ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেয়া অগণতান্ত্রিক ও ছাত্র স্বার্থবিরোধী এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ তীব্র আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলে। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা এবং একটি গণমুখী বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সহজলভ্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজ অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আগস্ট মাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র সমাজের আন্দোলনের প্রতি সাধারণ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬২ সালের এই দিনে ছাত্ররা শিক্ষাকে পণ্য করার ওই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মিছিল বের করলে হাইকোর্টের সামনে পুলিশ গুলি চালায়। নিহত হন মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ অনেকে। সেই থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন প্রতি বছর এ দিনটিকে মহান শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।